গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

**প্রেস বিজ্ঞপ্তি :**

**সিডিএর ভ্রাম্যমান আদালত।**

চউক কর্তৃক ইমারত নির্মাণ বিধিমালা' অমান্য করে নির্মাণকৃত ইমারতের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের আওতায় অদ্য ০৮/০৭/২০১৩ ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ইমারত নির্মান আইন' ১৯৫২ এ চউকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন এর নেতৃত্বে নগরীর ঘাটফরহাদবেগ ও রহমতগঞ্জ এলাকার একটি ভ্রামমান্য আদালত পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে ঘাটফরহাদবেগ এলাকায় অমল চন্দ্র গং এর মালিকানাধীন ০৪- তলা ভবন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, নক্শা বহির্ভূতভাবে সম্মুখ সেটব্যাংক ২.১৫ মিঃ জায়গা ছেড়ে ভবন তৈরি করেছন এবং পিছনের অংশে নক্শা বহির্ভূত নির্মান কাজ করছেন এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে নক্শা বহির্ভূক্ত দোকান নির্মাণ করেছেন। ইমারত নির্মাণ আইন অমান্য করায় তাকে ১,০০,০০০/- টাকা জরিমানা, তার দোকান দু'টি সিলগালা ও তাকে আগামী এক মাসের মধ্যে ব্যতিক্রমী অংশ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

একই এলাকায় লাকী রানি দাস নক্শা বহির্ভূতভাবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দু'টি দোকান নির্মাণ করায় তাকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা ও তাকে আগামী এক মাসের মধ্যে দোকান ভেঙ্গে ফেলতে বলা হয় এবং তাদের দোকান দু'টি সিলগালা করা হয়।

আরতী কণা পালিত এর মালিকানাধীন ও আর.এফ.এইচ ডেভেলপারের নির্মাণাধীন ০৭ তলা ভবনটি নক্শা বহির্ভূতভাবে নির্মান করায় তাকে ১,০০,০০০/- টাকা জরিমানা ও এক মাসের মধ্যে ভবনটি ভেঙ্গেঁ ফেলতে নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ভবনটি সিলগালা করা হয়।

একই এলাকায় চিটাগাং প্রোপার্টিজ এর মালিকাধীন ০৭ তলা ভবনটি নক্শা বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করায় তাদের ৩,০০,০০০/- টাকা জরিমানা ও ভবনের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং আগামী এক মাসের মধ্যে ব্যতিক্রমী অংশ ভেঙ্গেঁ ফেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রহমতগঞ্জ এলাকার আলহাজ্ব ইকবালুর রহমানের মালিকানাধীন ফেন্সী প্রপার্টিজ লিমিটেডের নির্মানাধীন ভবনটি নক্শা বহির্ভূতভাবে নির্মাণ করায় তাকে ৫০,০০০/- টাকা জরিমানা ও তাকে আগামী এক মাসের মধ্যে তার ব্যতিক্রমী অংশ ভেঙ্গে ফেলা হয়।

টেরীবাজার এর আমমোক্তার নেয়া কামরুল হাসান এর নির্মিত চট্টগ্রাম ফিশিং সেন্টার পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ইহা চউক হতে ০৬ তলা ভবনের অনুমতি নিয়ে ০৭ তলা ভবন নির্মাণ করেছেন এবং অবৈধভাবে বেইসমেন্ট করে তাতে দোকান বরাদ্দ প্রদান করেছেন, তাকে ১০,০০,০০০/- টাকা জরিমানা এবং আগামী ০১ মাসের মধ্যে অবৈধ অংশ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

অভিযানকালে চউক ডি.সি.টি.পি. মোঃ সারোয়ার উদ্দিন আহম্মেদ, অথরাইজ অফিসার-২ ও নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ শামিম, মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি দল ও চউকের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

অভিযান সম্পর্কে চউকের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন জানান যে, ইমারত নির্মাণ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কঠোর শাস্তির আওতায় আনা হবে। ডেভেলপারদের অবৈধ নির্মাণ রিয়েল এষ্টেট আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং চউকের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জলাশয় আইনে ভলুয়ার দিঘী অবৈধ দখলমুক্ত করা হবে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।